Baqarah 152-157

N.B: This note covers the following 4 tafseers: **Tafseer Ibn Kathir, Tafseer-e-Tawzeehul Quran,Tafhim-al-Quran, and Tafsire Zakaria.** However, please feel free to read any other tafseer you like. **- IIOS**

Step - 1 : সহীহ তেলাওয়াত (Sahih Recitation):

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الم)
(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) Verse 152
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) Verse 153
(وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ) Verse 154
(وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) Verse 155
(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) Verse 156
(أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) Verse 157

(Usmani script with Tajweed color is found at the end of this doc, in case anyone needs it)

Step - 2 : সরল অনুবাদ (Simple translation) :

১৫২) কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না ।

১৫৩) হে ঈমানদারগণ ! সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো , নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন ।

১৫৪) আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না । প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না ।

১৫৫) আর দেখ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা, জান-মাল ও ফসলহানী দ্বারা। যেসব লোক এ অবস্থায় সবরের পরিচয় দেয়, তাদেরকে সুসংবাদ শোনাও।

১৫৬) এরা হলো সেই সব লোক, যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে "আমরা সকলেই আল্লাহরই, ,"আমাদেরকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে

১৫৭) এরা হলো সেই সব লোক, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুনা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর।

Step - 3: সূরার নামকরণ (Naming of Surah):

বাকারাহ মানে গাভী । এ সূরার এক জায়গায় গাভীর উল্লেখ থাকার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে । কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরার এত ব্যাপক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যার ফলে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাদের জন্য কোন পরিপূর্ণ ও সার্বিক অর্থবোধক শিরোনাম উদ্ভাবন করা সম্ভব নয় । শব্দ সম্ভারের দিক দিয়ে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও মূলত এটি তো মানুষেরই ভাষা আর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলো খুব বেশী সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসর সম্পন্ন । সেখানে এই ধরনের ব্যাপক বিষয়বস্তুর জন্য পরিপূর্ণ অর্থব্যাঞ্জক শিরোনাম তৈরি করার মতো শব্দ বা বাক্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে । এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কুরআনের অধিকাংশ সূরার জন্য শিরোনামের পরিবর্তে নিছক আলামত ভিত্তিক নাম রেখেছেন । এই সূরার নামকরণ আল বাকারাহ করার অর্থ কেবল এতটুকু যে, এখানে গাভীর কথা বলা হয়েছে ।

Step - 4: শানে নুযূল/নাযিলের সময়-কাল (Period of Revelation)

এ সূরার বেশীর ভাগ মদীনায় হিজরাতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয় । আর এর কম অংশ পরে নাযিল হয় । বিষয়স্তুর সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয় সেগুলোও এখানে সংযোজিত করা হয়েছে । যে আয়াতগুলো দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে সেগুলো হিজরাতের আগে মক্কায় নাযিল হয় । কিন্তু বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে সেগুলোকেও এ সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে ।

Step - 5: সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু/ আলোচ্য বিষয় (Theme and Subject Matter)

(Let's skip this step-5 for now)

Step - 6: শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা (Word meaning and Tafseer)

আয়াত ১৫২: কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো[A], আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো[B] এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না ।

A. তাফসীরে জাকারিয়া : যিকর আরবী শব্দ। এর বেশ কয়েকটি অর্থ হতে পারে

(ক) মুখ থেকে যা উচ্চারণ করা হয়।

(খ) অন্তরে কোন কিছু স্মরণ করা।

(গ) কোন জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করা।

শরী'ঈ পরিভাষায় যিকর হচ্ছে, বান্দা তার রবকে স্মরণ করা। হোক তা তার নাম নিয়ে, গুণ নিয়ে, তার কাজ নিয়ে, প্রশংসা করে, তার কিতাব তিলাওয়াত করে, তার একত্ববাদ ঘোষণা করে, তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে অথবা তার কাছে কিছু চেয়ে।

যিকর দুই প্রকার। যথা - কওলী বা কথার মাধ্যমে যিকর ও আমলী বা কাজের মাধ্যমে যিকর। প্রথম প্রকার যিকরের মধ্যে রয়েছে - কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহের আলোচনা ও স্মরণ, তার একত্ববাদ ঘোষণা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছে - ইলম অর্জন করা ও শিক্ষা দেয়া, আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা ইত্যাদি। প্রথম প্রকার যিকরের মধ্যে কিছু যিকর আছে যা সময়, অবস্থা এবং সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, সকাল ও সন্ধ্যার যিকর, সালাতের পরের যিকর, খাওয়ার শুরু-শেষ, কাপড় পরিধান, মসজিদে প্রবেশ-বাহির ইত্যাদি সহ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ-কর্মের দোআ বা যিকরসমূহ। যে সকল যিকর অবস্থা, সময় ও সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর সংখ্যা, সময় অথবা অবস্থা কোনটিরই পরিবর্তন করা জায়েয নেই। যে সকল যিকর এ তিনটির সাথে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ সাধারণ যিকর, সেগুলো সময়, সংখ্যা অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করাও জায়েয নেই। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ 'মৌখিক যিকরের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হওয়া এবং নির্দিষ্ট শব্দ নির্ধারণ করা বিদ'আত'। [ইবনুল হুমাম, শরহে ফাতহুল কাদীরঃ ২/৭২]

যিকর এর ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন। আবু উসমান নাহদী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কুরআনুল কারীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

সাঈদ ইবনে যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ যিকরুল্লাহ'র তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিকরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তার বক্তব্য হচ্ছেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহর যিকরই করে না; প্রকাশ্যে যতবেশী সালাত এবং তাসবীহই সে পাঠ করুক না কেন। মূলত: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তার হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে, যদি তার নফল সালাত ও সিয়াম কিছু কমও হয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে সালাত-সিয়াম, তাসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি যিকর করে এবং যে ব্যক্তি যিকর করেনা তাদের উপমা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়। [বুখারীঃ ২০৮]

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদেরকে কি এমন একটি উত্তম আমলের সংবাদ দেব যা তোমাদের মালিকের নিকট অধিকতর পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যয় করা থেকেও তোমাদের জন্য উত্তম, শত্রুর সাথে মোকাবেলা করে গর্দান দেয়া-নেয়া থেকে উত্তম? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, যিকরুল্লাহ। [তিরমিযীঃ ৫/৪৫৯]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি। [বুখারীঃ ৭৪০৫] মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিকরুল্লাহর সমান নয়।" যুন্নুন মিসর বলেনঃ 'যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন'।

ইবনে কাসীর: হাসান বসরী (র) প্রভৃতি মনীষীদের উক্তি এইযে, আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা যে স্মরণ করে আল্লাহও তাঁর প্রতিদানের ব্যাপারে তাকে স্মরণ করবেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীকে তিনি আরো বেশি দান করেন এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

একটি কুদুসী হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি এবং যে আমাকে কোন দলের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে ওর চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে স্মরণ করি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫) মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার দিকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমান স্থান অগ্রসর হও তাহলে আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যদি তুমি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হও তাহলে আমি তোমার দিকে দুই হাত অগ্রসর হব, আর যদি তুমি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আস তাহলে আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসব। সহীহ বুখারীতেও এ হাদীসটি কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। (আহমাদ ৩/১৩৮, ফাতহুল বারী ১৩/৫২১) তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার দয়া এর চেয়েও অধিক নিকটে

রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়োনা।

অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

যখন তোমাদের রাব্ব ঘোষনা করেন ঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৭) 'মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) একদা অতি মূল্যবান 'হুল্লা' অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে আসেন, যা আমরা পূর্বে অথবা পরে কখনো পরিধান করতে দেখিনি, তিনি বলেন ঃ

'যখন আল্লাহ তা'আলা কেহকে কোন পুরস্কার দেন তখন তিনি ওর চিহ্ন তার নিকট দেখতে চান।' (আহমাদ ৪/৪৩৮)

আয়াত ১৫৩: হে ঈমানদারগণ ![C] সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।[D]

C. তাফহীম: নেতৃত্ব পদে আসীন করার পর এবার এই উম্মাতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিধান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে যে কথাটির প্রতি এখানে দৃষ্টি আর্কষণ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে, তোমাদের জন্য যে বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে সেটা কোন ফুলের বিছানা নয়। একটি বিরাট, মহান ও বিপদ সংকুল কাজের বোঝা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোঝা মাথায় ওঠাবার সাথে সাথেই তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের ঠেলে দেয়া হবে। অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর,দৃঢ়তা, অবিচলতাও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয় যেতে থাকবে তখনই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে তাঁর অনুগ্রহরাশি।

D. তাফহীম: অর্থাৎ এই কঠিন দায়িত্বরে বোঝা বহন করার জন্য তোমাদের দু'টো আভ্যন্তরীন শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, নিজের মধ্যে সবর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শক্তির লালন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত নামায পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিভিন্ন আলোচনায় সবরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ হিসেবে সবরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আসলে এটিই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। এর সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন লক্ষ অর্জনে সফলতা লাভ সম্ভব নয়। এভাবে সামনে দিকে নামায সম্পর্কেও

বিস্তারিত আলোচনা এসেছে । সেখানে দেখানো হয়েছে নামায কিভাবে মু'মিন ব্যক্তি ও সমাজকে এই মহান কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলে ।

তাওযীহুল কুরআন : প্রকাশ থাকে যে, দুঃখ কষ্টে কাঁদা সবরের পরিপন্থী নয়। কেননা ব্যাথা পেলে চোখের পানি ফেলা মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তাই শরীয়ত এই বিষয়ে নিষেধ করেনি। যে কান্না অনিচ্ছাকৃত ভাবে আসে তাও সবরহীনতা নয়। সবরের অর্থ হলো দুঃখ-বেদনা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি অভিযোগ না তোলা। এত দৃষ্টান্ত দেয়া যায় অপারেশন দ্বারা। ডাক্তার অপারেশন করলে রোগী ব্যাথায় চিৎকার করলে ও ডাক্তারের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই, বরং এই বিশ্বাস ধারণ করে, ডাক্তার যা করছে তার প্রতি সহানুভূতি আর ভালোর জন্যই করছে।

ইবনে কাসীর:

'শোকরের' পর 'সাব্‌র' বা ধৈর্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং সাথে সাথেই সালাতের বর্ণনা দিয়ে এ সব সৎ কাজকে মুক্তি লাভের মাধ্যম করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষ যখন সুখে থাকে তখন সেটা হচ্ছে তার জন্য শোকরের সময়। হাদীসে রয়েছে ঃ

'মু'মিনের অবস্থা কতই না উত্তম যে, প্রত্যেক কাজে তার জন্য মঙ্গলই নিহিত রয়েছে। সে শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর ফলে সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। আর সে কষ্ট পেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং এরও সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। (মুসলিম ৪/২২৯২) এই আয়াতের মধ্যে এরও বর্ণনা রয়েছে যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম ধৈর্য ও সালাত। যেমন এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিশ্চয়ই ওটা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন কাজ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৪৫)

يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ১০)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, 'সাব্র' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দানকে স্বীকার করা, বিপদের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকট পাওয়ার বিশ্বাস রেখে তার জন্য সাওয়াবের প্রার্থনা করা, প্রত্যেক ভয়, উদ্বেগ এবং কাঠিন্যের স্থলে ধৈর্য ধারণ করা এবং সাওয়াবের আশায় ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

'সাব্র' তিন প্রকার। প্রথম সাব্র হচ্ছে নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার উপর 'সাব্র'। দ্বিতীয় হচ্ছে আনুগত্য ও সাওয়াবের কাজ করার উপর 'সাব্র'। এ 'সাব্র' প্রথম 'সাব্র' হতে বড়। আরও এক প্রকারের ধৈর্য আছে, তা হচ্ছে বিপদ ও দুঃখের সময় ধৈর্য। এটাও ওয়াজিব। যেমন অপরাধ ও পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব।

আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, জীবনের উপর কঠিন হলেও, স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও এবং মনে না চাইলেও ধৈর্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করা হচ্ছে এক ধরনের 'সাব্র।' দ্বিতীয় 'সাব্র' হচ্ছে প্রকৃতির ও মনের চাহিদা মোতাবেক হলেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ হতে বিরত থাকা। যারা ধৈর্য ধারণ করার গুণাগুণ অর্জন করেছে তারা হবে ঐ লোকদের দলভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অভিনন্দন জানাবেন (কিয়ামাত দিবসে)। (দেখুন সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৪) আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। (ইব্ন আবী হাতিম ১/১৪৪)

আয়াত ১৫৪: আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।[E]

E. তাফহীম: মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদেরকে মৃত বললে ইসলামী দলের লোকদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এর পরিবর্তে ঈমানদারদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে। এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীলও। এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিম্মত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতেও থাকে।

ইবনে কাসীর:

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আল্লাহর পথে শহীদ ব্যক্তিগণকে তোমরা মৃত বলনা। বরং তারা এমন জীবন লাভ করেছে যা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা। তারা 'বারযাখী' জীবন (মৃত্যু ও কিয়ামাতের মধ্যবর্তী অবকাশ) লাভ করেছে এবং সেখানে তারা আহার্য পাচ্ছে। বর্ণিত আছে ঃ

'শহীদগণের আত্মাগুলি সবুজ রংয়ের পাখীসমূহের দেহের ভিতর রয়েছে এবং তারা জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, অতঃপর তারা ঐসব প্রদীপের উপর এসে বসে যা 'আরশের নীচে ঝুলানো রয়েছে। তাদের প্রভু তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এখন তোমরা কি চাও?' তারা উত্তরে বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আপনি তো আমাদেরকে ঐসব জিনিস দিয়েছেন যা অন্য কেহকেও দেননি। সুতরাং এখন আর আমাদের কোন্ জিনিসের প্রয়োজন হবে?' তাদেরকে পুনরায় একই প্রশ্ন করা হয়। যখন তারা দেখে যে, অব্যাহতি হচ্ছেনা তখন তারা বলে ঃ 'হে আমাদের প্রভু! আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমরা আপনার পথে আবার যুদ্ধ করে পুনরায় শাহাদাৎ বরণ করে আপনার নিকট ফিরে আসব। এর ফলে আমরা শাহাদাতের দ্বিগুণ মর্যাদা লাভ করব।' প্রবল প্রতাপান্বিত রাব্ব তখন বলেন ঃ 'এটা হতে পারেনা। আমি তো এটা লিখেই দিয়েছি যে, কেহই মৃত্যুর পর দুনিয়ায় আর ফিরে যাবেনা।' (মুসলিম ৩/১৫০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনের রূহ একটি পাখী যা জান্নাতের গাছে অবস্থান করে এবং কিয়ামাতের দিন সে নিজের দেহে ফিরে আসবে। (আহমাদ ৩/৪৫৫) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মু'মিনের আত্মা সেখানে জীবিত রয়েছে। কিন্তু শহীদগণের আত্মার এক বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

আয়াত ১৫৫: আর দেখ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা, জান-মাল ও ফসলহানী দ্বারা। যেসব লোক এ অবস্থায় সবরের পরিচয় দেয়, তাদেরকে সুসংবাদ শোনাও।[F]

F. তাফসীরে জাকারিয়া : কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন

করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পরে সমষ্টিগতভাবেই পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও সবর-এর পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

মূলত: মানুষের ঈমান অনুসারেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা, বিপদাপদ-বালা মুসিবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক।” [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৬৯] অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। তবে পরীক্ষা যেন কেউ আল্লাহর কাছে কামনা না করে। বরং সর্বদা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করাই মুমিনের কাজ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে বলতে শুনেছেন যে, “হে আল্লাহ! আমাকে সবরের শক্তি দান কর। তখন তিনি বললেন, তুমি বিপদ কামনা করেছ, সুতরাং তুমি নিরাপত্তা চাও।” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১,২৩৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, কিভাবে নিজেকে অপমানিত করে? রাসূল বললেন, এমন কোন বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয় যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই”। [তিরমিযী: ২২৫৪]

আয়াত ১৫৬: **এরা হলো সেই সব লোক, যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে "আমরা সকলেই আল্লাহরই, আমাদেরকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে",**[G]

G. তাফহীম: বলার অর্থ কেবল মুখে বলা নয় বরং মনে মনে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, "আমরা আল্লাহর কর্তৃত্বধীন। " তাইআল্লাহর পথে আমাদের যে কোন জিনিস কুরবানী করা হয়, তা ঠিক তার সঠিক ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়। যার জিনিস ছিল তার কাজেই ব্যয়িত হয়েছে। আর "আল্লাহরই দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে " --- এর অর্থ হচ্ছে, চিরকাল আমাদের এ দুনিয়ায় থাকতে হবে না। অবশেষে একদিন আল্লাহরই কাছে যেতে হবে। কাজেই তাঁর পথে লড়াই করে প্রাণ দান করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটাই তো ভালো। এভাবে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়াটা আমাদের স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করে কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বা রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার চাইতে লাখো গুণে শ্রেয়।

তাওযীহুল কুরআন : এ বাক্যের ভিতর প্রথমত এই সত্যের স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, আমরা সকলেই যেহেতু আল্লাহর মালিকাধীন, তাই আমাদের ব্যাপারে তাঁর যেকোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে। আবার আমরা যেহেতু তাঁরই, কেউ নিজের জিনিসের অমঙ্গল চায় না, তাই আমাদের সম্পর্কে তাঁর যেকোন ফায়সালা আমাদের কল্যাণার্থেই হবে; হতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে সে কল্যাণ আমাদের বুঝে আসছে না। দ্বিতীয়ত, আর মধ্যে এই সত্যের ও প্রকাশ রয়েছে যে, একদিন আমাকেও আল্লাহর কাছে সেই জায়গায় যেতে হবে যেখানে আমার আত্মীয় বা প্রিয়জন চলে গেছে। কাজেই এই বিচ্ছেদ সাময়িক, স্থায়ী নয়। আর আমি যখন তাঁর কাছে ফিরে যাবো তখন এই আঘাত বা কষ্টের কারণে ইনশাআল্লাহ সওয়াব ল্যাব করবো। অন্তরে যদি এই বিশ্বাস থাকে, তবে এটাই সবর, তাতে অনিচ্ছাকৃত চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ুক না কেন।

আয়াত ১৫৭:**এরা হলো সেই সব লোক,** যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুনা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর।[H]

ইবনে কাসীর:

এখন বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ধৈর্যশীলদের যে মর্যাদা রয়েছে তারা কোন্ প্রকারের লোক? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এরা তারাই যারা সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় انَّ للهِ পড়ে থাকে এবং এই কথার দ্বারা নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেয় যে, ওটা আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে রয়েছে। বান্দার এই উক্তির কারণে তার উপর মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়, সে শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করে এবং সুপথ প্রাপ্ত হয়।

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ 'সম্মানের দু'টি জিনিস صَلَوٰتٌ ও رَحْمَةٌ এবং একটি মধ্যবর্তী জিনিস রয়েছে অর্থাৎ 'হিদায়াত' এগুলি ধৈর্যশীলরা লাভ করে থাকে।' মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ 'একদা আমার স্বামী আবূ সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আমার নিকট আসেন এবং অত্যন্ত খুশি মনে বলেন ঃ

'আজ আমি এমন একটি হাদীস শুনেছি যা শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি'। ঐ হাদীসটি এই যে, যখন কোন মুসলিমের উপর কোন কষ্ট ও বিপদ পৌঁছে এবং সে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই বিনিময় ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِيْ مُصِيْـــبَتِي وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

'হে আল্লাহ! আমাকে মুসীবাতের সময় ধৈর্য ধরার শক্তি দাও এবং উহার পরিবর্তে উত্তম কিছু দান কর।

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি এই দু'আটি মুখস্থ করে নেই। অতঃপর আবূ সালমার (রাঃ) ইন্তেকাল হলে আমি إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পাঠ করি এবং এই দু'আটিও পড়ে নেই। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, আবূ সালমা (রাঃ) অপেক্ষা আর ভাল লোক আমি কাকে পাব? আমার 'ইদ্দাত' অতিক্রান্ত হলে একদিন আমি আমার একটি চামড়ায় রং করছিলাম।

এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চান। আমি চামড়াটি রেখে হাত ধুইয়ে নেই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘরের ভিতরে আসার জন্য বলি। তাঁকে একটি নরম আসনে বসতে দেই। তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাতো আমার জন্য বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু প্রথমতঃ আমি একজন লজ্জাবতী নারী। না জানি হয়ত আপনার স্বভাবের উল্টা কোন কাজ আমার দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায় এবং এ কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার শাস্তিই হয় নাকি! দ্বিতীয়তঃ আমি একজন বয়স্কা নারী। তৃতীয়তঃ আমার ছেলে মেয়ে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'দেখ! আল্লাহ তা'আলা তোমার এই অনর্থক লজ্জা দূর করে দিবেন। আর বয়স আমারও তো কম নয় এবং তোমার ছেলে মেয়ে যেন আমারই ছেলে মেয়ে।' আমি এ কথা শুনে বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।' অতঃপর আল্লাহর নাবীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায় এবং এই দু'আর বারাকাতে আমার পূর্ব স্বামী অপেক্ষা উত্তম স্বামী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেন। (আহমাদ ৪/২৭, মুসলিম ২/৬৩৩)

Step -7: শিক্ষা (Lessons): Summary/conclusion from the discussion above.

সংকলনে :
Islamic Intellects and Outreach Society
Email: intellects.society@gmail.com
Website: https://intellectssociety.org/

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

2:152 فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ١٥٢

2:153 يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣

2:154 وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ١٥٤

2:155 وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ
وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥

2:156 ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦

2:157 أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٧